# উপর থেকে জন্ম

*(Born from Above)*

## যোহন লিখিত সুসমাচার ৩ অধ্যায় ৯-৮ পদ

পৃথিবীর মাটিতে একটি শিশুর জন্ম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মায়ের নিদারুন প্রসব বেদনা ও পরিবারের অন্যান্যদের উৎকণ্ঠ্যা। কিন্তু আমরা আরও জানি যে সেই শিশুটি যখন এই পৃথিবীর প্রথম আলো দেখে, তখন তাকে দেখে আমরা প্রত্যেকে কত আনন্দিত হই। এমন কী, মায়ের প্রসব বেদনা সম্বন্ধেও যোহন ১৬:২১ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"সন্তান প্রসবের সময় নারী দুঃখ পায়, কারণ তার সময় উপস্থিত, কিন্তু সন্তান প্রসব করলে পর, জগতে একটি শিশু জন্মিল, এই আনন্দে তার ক্লেশ আর মনে থাকে না।"*** এখন পৃথিবীর মাটিতে একটি শিশুর শারিরিক জন্ম যেমন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ, ঈশ্বরের রাজ্যে পাপী মানুষ আমাদের আত্মিক জন্মও ঠিক একইভাবে সার্বভৌম ঈশ্বরের বিস্ময়কর কাজ।

আজ আমরা যোহন ৩ অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি পদ থেকে ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের সেই আধ্যাত্মিক জন্ম সম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা উপলব্ধি করতে চলেছি। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসীর অর্থ খ্রীস্টধর্মের বিভিন্ন রীতি-নীতি পালনের জীবন নয়। কিন্তু প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসীর অর্থ ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁর আত্মার দ্বারা উপর থেকে জন্ম-গ্রহণ করা। এ বিষয়ে উপলব্ধি করার জন্য আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে নীকদীম নামে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ ও তাদের মধ্যে কথোপকথনের দিকে নজর দেব।

এই ব্যক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে যোহন লিখেছে, ***"ফরীশীদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, তার নাম নীকদীম; সে ইহুদিদের এক জন অধ্যক্ষ"*** (যোহন ৩:১)। এই ব্যক্তি যদিও একজন ইহুদি ছিল, তথাপি সে ছিল একটি গ্রিক নামের অধিকারী এবং তার নামের (Νικόδημος) অর্থ "প্রজাদের উপর বিজয়ী।" মাক্কাবী শাসকদের সময় থেকেই ইহুদিদের মধ্যে গ্রিক নামের প্রচলন শুরু হয়েছিল। যাইহোক, এই ব্যক্তি সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে যে, সে ছিল একজন ফরীশী। ফরীশীদের সম্বন্ধে খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের সাধারণ ধারণা হল, তারা ছিল বিধানের চুলচেরা অনুসরণকারী, কপটী এবং যীশুর দ্বারা ঘৃণিত। কিন্তু প্রথম শতাব্দীর ইহুদি ফরীশীদের সম্বন্ধে এ কথাই সব নয়। ধরা হয়ে থাকে, মাক্কাবীদের যুদ্ধের পর তাদের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। যখন চারিদিকে গ্রিক সংস্কৃতির জাগতিকতা বিস্তার লাভ করে চলেছিল, তখন তাকে প্রতিরোধ করতে ইহুদি সমাজে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টির কথা অনেকে চিন্তা করে থাকেন। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যারা গ্রিকদের প্রতিমা-পূজার সংস্কৃতিকে পরিহার করেছিল এবং অ্যান্টিয়োকাস এপিফ্যানেসের দ্বারা চরম তাড়নার সময় নিজেদের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিল, তারা হাসিদিম (ভক্তিবাদী বা সাধু) নামে পরিচিত ছিল। ফরীশীরা (বিচ্ছিন্নতাবাদী) হল এদেরই উত্তরসূরী। মোশির পঞ্চপুস্তক অধ্যয়নে ও প্রাত্যহিক জীবনে তার বাস্তব প্রয়োগে তারা ছিল উৎসর্গীকৃত। তারা সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য তথা আজ্ঞা পালনে আগ্রহী ছিল, কারণ তাদের ধারণা ছিল: নিখুঁতভাবে বিধান পালনের দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা, এবং তার মাধ্যমে তাদের দেশ ও জাতির গৌরব পুনরায় উদ্ধার করা সম্ভব। তাই তারা কঠিন অধ্যাবসায় ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করত, প্রতিদিন কমপক্ষে ২-ঘন্টা প্রার্থনা করত, তাদের সমস্ত বিষয়ের দশমাংশ দান করত এবং নৈতিক জীবন সম্বন্ধে ছিল খুবই খুঁতখুঁতে। ব্যক্তিগত ত্যাগস্বীকারের এমন নিষ্ঠাবান জীবন যেহেতু সহজ ছিল না, সেইহেতু সেই সময় মাত্র ছয় হাজার ফরীশীদের উপস্থিতির কথা আমরা যোষেফুসের ইহুদি ইতিহাস বই থেকে জানতে পারি। আর তাই, অন্যরা তাদের যথেষ্ট সম্মান করত।

তাদের ঈশতত্ত্বে তারা ঈশ্বরের চরম পরিকল্পনা, মানুষের নৈতিক জীবন-যাত্রার প্রয়োজন, দেহের পুনরুত্থান, আত্মাদের অস্তিত্ব, পরবর্তী জীবনে পুরস্কার ও শাস্তি, প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বাস করত এবং তাদের মাধ্যমেই গমলিয়েল, যোষেফুস বা পৌলের মতো লোকেরা তৈরী হয়েছিল। কিন্তু তারা যে প্রাথমিক ভ্রান্ত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল, তা হল, তারা ধর্মকে বাহ্যিক আচার-আচরণে রূপান্তরিত করেছিল। বেশিরভাগ



অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ক্ষেত্রে তারা বিধানের বাহ্যিক পালনকেই তাদের ধর্মীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বর্ণনা করেছে। **মৌখিক বিভিন্ন বিধান**, যা তারা তাদের সমাজগৃহের নেতা, বা ভাববাদী, বা প্রাচীনদের কাছ থেকে লাভ করেছিল, তারা তাকে যিহোশূয়, তথা মোশি, তথা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া বিধান বলে মানুষদের শিক্ষা দিত; এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলিকে লিখিত ঈশ্বরের বাক্য থেকেও বেশি গুরুত্ব দিত। এই কারণেই, আমাদের প্রভু অনেক ক্ষেত্রে তাদের এই লোক দেখানো ধর্মীয় জীবন ও অন্যদের থেকে নিজেদের সম্বন্ধে তাদের বেশি ধার্মিক মনোভাবকে জনসমক্ষে অভিযুক্ত করেছেন (মথি ৫:২০; ১৬:৬, ১১, ১২; ২৩:১-৩৯; লুক ১৮:৯-১৪)। (তাদের খুঁতখুতে মনোভাবের নিদর্শন: বিশ্রামবারে কোনও স্ত্রীলোকের আয়নায় নিজের মুখ দেখা উচিৎ নয়, কারণ তার দ্বারা হয়ত তার সাদা চুল চোখে পড়বে, এবং সে তা তোলার দ্বারা কাজ করে বসবে! বিশ্রামবারে যদি কোনও মুরগী ডিম পাড়ে, তবে সেই ডিম কেবল তখন খাওয়া যাবে, যখন সেই মুরগীকে মেরে ফেলা হবে।) অর্থাৎ, এর থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করি যে, তাদের ঈশতত্ত্বের মূল শিক্ষা ছিল **সৎকর্মের দ্বারা পরিত্রাণ অর্জন**। নীকদীম ছিল এমনই সম্প্রদায়ের একজন।

নীকদীম সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে যে, সে ছিল একজন অধ্যক্ষ। এর অর্থ, সেই সময় ইহুদিদের মধ্যে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যে ৭০ সদস্যের মহাসভা ছিল, নীকদীম ছিল তাদের একজন। তারা নিজেদের মধ্যে উদ্ভূত বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করত, যার ফলস্বরূপ তাদের সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে রোমীয় শাসনকর্তাদের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। সহজেই অনুমান করা যায় যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাজের সম্মানিত প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই কেবল সদস্য হতে পারতেন। নীকদীম ছিল এমন হাতে গোনা কয়েক জন লোকের মধ্যে একজন।

২ পদে বলা হয়েছে, *"সে রাতের বেলা যীশুর কাছে আসল।"* সাধারণভাবে ধরা হয়ে থাকে যে, অন্যরা যদি যীশুর সঙ্গে তাকে কথা বলতে দেখে, তাহলে, তারা তার সমালোচনায় মুখর হবে, এই ভয়ে সে রাতের অন্ধকারে অন্যদের চোখ এড়িয়ে যীশুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আবার, অনেকে বলেন যে, যীশু যেহেতু দিনের বেলা খুব ব্যস্ত ছিলেন, তাই যীশুর সঙ্গে লম্বা আলোচনার জন্য নীকদীম রাতকেই বেছে নিয়েছিল। যাইহোক, সঠিক কারণ আমাদের জানা নেই। ২ পদে আরও বলা হয়েছে, *"নীকদীম যীশুকে বলল, রব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত গুরু . . .।"* অর্থাৎ, নীকদীমের ন্যায় আরও অনেকে জানে যে, যীশু একজন ভাববাদী। আর নীকদীম এমন কথা বিশ্বাস করার কারণ হল, যীশু *"এই যে সকল চিহ্ন কাজ সাধন করছেন, ঈশ্বর সহবর্তী না হলে এ সকল কেউ করতে পারে না।"* অর্থাৎ, পিতা ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি থাকার কারণেই যীশু এই সমস্ত চিহ্ন সাধন করে চলেছেন। অর্থাৎ, নীকদীমের চিন্তায় যীশু গালীলের কোন মামুলী শিক্ষক নন, তিনি ঈশ্বর প্রেরিত একজন ভাববাদী।

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, কেবল ধর্মের নিয়ম-কানুন পালন করা কখনও যথেষ্ট নয়। কারণ তা যদি যথেষ্ট হত, তাহলে, নীকদীমের মতো একজন ধর্মীয় নিয়ম পালনে অতি নিষ্ঠাবান ফরীশীর যীশুর কাছে আসার প্রয়োজন হত না। কিন্তু যীশুর কাছে তাকে আসতে দেখে, যে সত্য আমরা উপলব্ধি করছি, তা হল, হাজার ধর্মকর্ম করেও নীকদীমের জীবনে ছিল শূন্যস্থান, যা কেবল স্বয়ং ঈশ্বরই পূর্ণ করতে পারেন।

নীকদীমের এই কথা শুনে, যীশু তাকে উত্তর দিলেন। এখানে একটি লক্ষনীয় বিষয় হল, নীকদীম এখনও যীশুকে কোনও প্রশ্ন করেনি, কিন্তু যীশু তাকে উত্তর দিচ্ছেন। কারণ, যীশু অন্তরযামী, তিনি নীকদীমের মনের পরিস্থিতি জানেন, তিনি জানেন কোন্ প্রশ্নের উত্তর পেতে নীকদীম যীশুর কাছে ছুটে এসেছে। যীশুর উত্তর থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করি যে, নীকদীমের প্রশ্নও ছিল সেই ধনী যুবকের মতো, যে যীশুকে প্রশ্ন করেছিল *"অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমি কীরূপ সৎকর্ম করব?"* (মথি ১৯:১৬)। তার মনের প্রশ্ন জেনে যীশু নীকদীমের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত, সমাজের অন্যতম গন্যমান্য ব্যক্তিকে উত্তর দিলেন, *"সত্য, সত্য আমি তোমাকে বলছি, নতুন জন্ম* (γεννηθῇ ἄνωθεν) *না হলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না"* (৩ পদ)। এখানে আমাদের বাংলা অনুবাদে "নতুন জন্মের" জন্য যে গ্রিক শব্দ ব্যবহৃত


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হয়েছে, তার সাধারণত দুটি অর্থ হতে পারে: (১) ঊর্ধ্ব হইতে জন্ম লাভ *(born from above)* অথবা (২) পুনরায় জন্মলাভ *(born anew or born again)* (গালাতীয় ৪:৯)। যোহন ৩:৩১; ১৯:১১; ১৯:২৩ প্রভৃতি পদে 'উপর থেকে জন্ম লাভের' কথা বলা হয়েছে; এখানেও তাই একই অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হবার কথা আমরা ধরতে পারি। আবার, মথি ২৭:৫১; মার্ক ১৫:৩৮; যাকোব ১:১৭; ৩:১৭ পদেও একই অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, যীশু এখানে, ''উপর থেকে'' বা ''স্বর্গ থেকে'' জন্ম লাভের কথা বলছিলেন বলে আমরা ধরতে পারি।

অর্থাৎ, যীশু এখানে যে কথা বলছেন, তা হল, ঈশ্বরের রাজ্য দেখবার জন্য একজনকে অবশ্যই উপর থেকে জন্ম লাভ করতে হবে; অর্থাৎ তার হৃদয়ে পবিত্র আত্মার দ্বারা এমন জীবন রোপিত হতে হবে, যার উৎসস্থল এই পৃথিবী নয়, কিন্তু স্বর্গ। এর দ্বারা নীকদীমকে উপলব্ধি করতে হবে যে, জাগতিক বা দেশ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশাধিকার পায় না। তাকে আরও উপলব্ধি করতে হবে যে, বিধান পালনে অন্যদের তুলনায় অধিক নিষ্ঠার দ্বারা কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের জন্য যে বিষয় অবশ্য প্রয়োজন, তা হল, আমূল পরিবর্তন *(radical change)*। যদি না কেউ উপর থেকে জন্ম লাভ করে, সে কখনও ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ তো দূরের কথা, চোখের দেখা পর্যন্ত দেখতে পায় না।

ঈশ্বরের রাজ্য হল ঈশ্বরের রাজত্ব, যেখানে তাঁর অনুগ্রহ অধিষ্ঠান করে। সেই রাজ্য দেখার আগে, বা কোনও অর্থে অনন্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করার আগে, আমাদেরকে উপর থেকে জন্ম নিতে হবে। পৃথিবীর আলো দেখার জন্য যেমন আমাদের **মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম** নিতে হয়; ঠিক তেমনই ঈশ্বরের রাজ্য দেখার জন্য আমাদের **উপর থেকে জন্ম** নিতে হবে। এর থেকে খুবই পরিষ্কার যে, ঈশ্বরের রাজ্যের আলো দেখার পথে মানুষের কোনও কাজের আগে ঈশ্বর, তথা পবিত্র আত্মার এই কাজ থাকতে হবে। এর সত্যতা আমরা খুব সহজে উপলব্ধি করি, যখন আমরা ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌলের লেখা পত্রের ২:১ পদ দেখি। ওই পদে পৌল লিখেছেন, ***"যখন তোমরা নিজেদের অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, তখন তিনি তোমাদেরও জীবিত করলেন।''*** এখন, ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা তাঁর সন্তান হবার আগে যেহেতু আমরা প্রত্যেকে অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলাম, সেইহেতু সেই মৃত ব্যক্তির পক্ষে নিজের শক্তি বা ক্ষমতায় কখনও কিছুই করা কখনও সম্ভব ছিল না। মৃতের প্রতি জীবনের বীজ রোপিত না হওয়া পর্যন্ত সেই মৃত নিজে নিজে কিছুই করতে পারে না। তাই, ঈশ্বর তাঁর আত্মার দ্বারা যখন সুসমাচারের আভ্যন্তরীন আহ্বানে আমাদের আহূত করেন ও মৃত আমাদের প্রতি জীবনের বীজ রোপন করেন (বা সহজ কথায় আমাদের হৃদয় খুলে দেন) তখনই আমরা সুসমাচারের অর্থ উপলব্ধি করি, নিজেদের পাপ উপলব্ধি করে অনুতপ্ত হই ও যীশুতে বিশ্বাস স্থাপনের ইচ্ছা অনুভব করি। অর্থাৎ, আমাদের অনুতাপ, বিশ্বাস বা মন-পরিবর্তনের আগে ঈশ্বরের দ্বারা উপর থেকে আমাদের জন্ম লাভ করতেই হবে। আমরা আমাদের সৎকর্ম বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের দ্বারা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মার সার্বভৌম কাজের দ্বারাই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করি।

কিন্তু যীশুর এই কথা নীকদীমের কানে আশ্চর্য ঠেকেছে। তাই, ৪ পদে তার কথা শুনে আমরা উপলব্ধি করি যে, যীশুর কথার অর্থ উপলব্ধি করতে নীকদীম ব্যর্থ হয়েছে। তাই, ৫ পদে যীশু আরও পরিষ্কারভাবে নীকদীমকে বলেছেন, ***"যদি কেউ জল ও আত্মা থেকে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।''*** যীশুর এই কথার অর্থ উপলব্ধি করতে হলে আমাদের যোহন ১:২২, ২৬, ৩১ এবং মথি ৩:১১, মার্ক ১:১৮; লূক ৩:১৬, ইত্যাদি পদ দেখতে হবে, যেখানে বাপ্তিস্মের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জল ও আত্মার কথা পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত পদ থেকে যে কথা স্পষ্ট, তা হল, কেবল জলের দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ কখনও যথেষ্ট নয়। ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে মুদ্রাঙ্কিত হবার চিহ্ন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাপ্তিস্মের গুরুত্ব হল প্রতীকী উপস্থাপন *(pictorial representation)* এবং মুদ্রাঙ্কনের *(seal)* মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু তার থেকেও যে বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, এই প্রতীকের দ্বারা যে সত্যকে চিহ্নিত করা হয়: **পবিত্র আত্মার দ্বারা শুচিকৃত হওয়া।** এখন, একজনের পক্ষে পরিত্রাণ


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

লাভে এই বিষয়টিই হল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে, পরবর্তী ৬ ও ৮ পদে কেবল আত্মা থেকে জন্ম লাভের কথাই যীশু বলেছেন (জলের কথা উল্লেখ করেননি)। এখন, একথা সত্য যে, পবিত্র আত্মার দ্বারা বিশ্বাসীর এই শুচিকরণের কাজ বিশ্বাসীর সারা জীবন ধরে চলে থাকে, কিন্তু এখানে যে শুচিকরণের কথা বলা হয়েছে, তা পাপী মানুষের হৃদয়ে পবিত্র আত্মার দ্বারা নতুন জীবনের বীজ বপনকেই নির্দেশ করে।

৫ পদের কথাকেই স্পষ্ট করে বলতে, যীশু ৬ পদে জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, পরিত্রাণ লাভে জাগতিক বা শারীরিক জন্ম আমাদের কোনও প্রকার অগ্রাধিকার দেয় না: *"মাংস থেকে যাহা জাত, তা মাংসই; আর আত্মা থেকে যা জাত, তা আত্মাই।"* সহজ কথায়, পাপপূর্ণ মানব প্রকৃতি (জন্ম থেকেই আমরা যার অধিকারী) একই প্রকার মানব প্রকৃতিকেই জন্ম দেয় (ইয়োব ১৪:৪; গীত ৫১:৫); কিন্তু পবিত্র আত্মাই কেবল (আত্মিক জন্মের দ্বারা) পবিত্র মানব প্রকৃতিকে জন্ম দিতে পারেন।

যীশুর এই কথা নীকদীমের কাছে স পূর্ণ নতুন ঠেকেছে; কারণ এতকাল সে বিধান পালন, তথা সৎকর্মের দ্বারাই পরিত্রাণ লাভের বিষয় জানত। কিন্তু এখন সে যীশুর কাছ থেকে যা শুনছে, তা হল, পরিত্রাণ হল ঈশ্বরের দান, এবং মানুষের জীবনে তার সূচনা এমন একটি কাজের দ্বারা হয়, যার উপর মানুষের কোনও হাত নেই, সে সেখানে স পূর্ণ নিস্ক্রীয়। একজন মানুষ যেমন তার শারীরিক জন্মের জন্য নিজে কিছুই করতে পারে না; তার আত্মিক জন্মের বিষয়েও সে একইভাবে নিস্ক্রীয়। তার উপর আবার, যীশু এখানে বলেছেন, উপর থেকে এই জন্ম একজনকে অবশ্যই *(must)* লাভ করতে হবে। এর দ্বারা যীশু মানুষের নৈতিক কর্তব্যকে নয়, কিন্তু সার্বভৌম ঈশ্বরের চরম হস্তক্ষেপকে নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ, পরিত্রাণ লাভের জন্য আমাদের জীবনে একটি বিষয় ঘটতেই হবে, আপনার জীবনে পবিত্র আত্মার দ্বারা স্বর্গীয় জীবনের বীজ বপন করতেই হবে।

নতুন জন্মের মধ্যে ঈশ্বরের এই যে সার্বভৌম কাজ অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত, তাকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে যীশু ৮ পদে একটি উদাহরণ দিয়েছেন: *"বাতাস যেদিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বয়, এবং তুমি তার শব্দ শুনতে পাও; কিন্তু কোথা থেকে আসে, আর কোথায় চলে যায়, তা জান না; আত্মা থেকে জাত প্রত্যেক জন সেইরূপ।"* পৃথিবীর কোনও লোক বাতাসকে আদেশ করতে পারে না। বাতাস স পূর্ণ নিজস্ব স্বাধীনতায় চলে। তাকে চোখে দেখাও যায় না। কিন্তু বাতাস যখন কোনও বিষয় বা ব্যক্তিকে আঘাত করে, তখনই আমরা তার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি, তার শব্দ শুনতে পাই। এর উৎসস্থল ও গন্তব্যস্থল আমরা কেউই জানি না। এখন আমাদের শরীরের সঙ্গে বাতাসের এই যে স পর্ক, তা আমাদের আত্মার সঙ্গে পবিত্র আত্মার স পর্কের সদৃশ। বাতাস যেমন নিজের ইচ্ছা মতো চলে, পবিত্র আত্মাও স পূর্ণ স্বাধীনভাবে, আমাদের বোধগম্যের বাইরে, রহস্যজনক ভাবে কাজ করে থাকেন। যীশুর এই কথা নীকদীমকে হতচকীত করেছিল; কারণ সে এতকাল মোশির বিধান পালনের দ্বারা পরিত্রাণ লাভ সম্ভব বলে জানত এবং সেই চেষ্টাই সে এতকাল করে এসেছে।

আমরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি যে, তিনি আমাদের সৎকর্মের ভিত্তিতে স্বর্গে প্রবেশাধিকার দেন না। তা, যদি হত আমরা কেউই সেখানে যেতে পারতাম না। ঈশ্বরের অনুগ্রহই আমাদের জন্য যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছে। আসুন, আমরা আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার দ্বারা সেই নতুন জন্ম কামনা করি; যা আমাদের অক্ষমতাকে স্বীকার করে যীশুতে বিশ্বাস করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আপনি কি উপর থেকে সেই জন্ম লাভ করেছেন? এই প্রশ্নের দ্বারা আপনি কখনও বিচলিত হবেন না, যদি আপনি আপনার পরিত্রাণের পেছনে ঈশ্বরের স পূর্ণ কৃতিত্বকে স্বীকার করেন, তাঁর উপর স পূর্ণ নির্ভর করেন, কারণ তিনিই সেই ঘটনা আপনার জীবনে শুরু করেছেন। কিন্তু আপনার পরিত্রাণের জন্য আপনি যদি এখনও নীকদীমের মতো নিজের সৎকাজকে মূল্য দিয়ে থাকেন, তাহলে, আপনার পক্ষে পরিত্রাণের নিশ্চয়তা অবশ্যই চিন্তার বিষয় হতে বাধ্য। আসুন, আমাদের পরিত্রাণের পরিকল্পনাকারী পিতা ঈশ্বর, আমাদের সেই পরিত্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কার্য স পাদনকারী পুত্র যীশু খ্রীস্ট, ও আমাদের জীবনে সেই পরিত্রাণের প্রয়োগকারী পবিত্র আত্মার উপর স পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থায় জীবন যাপন করি।



অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com